গিরিরাজ গোবর্দ্ধন

(২)

গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সর্ব্বতীর্থের শ্রেষ্ঠ। শ্রীবৃন্দাবন এবং গোলোকের মুকুট সদৃশ কৃষ্ণপ্রিয় এই গোবর্দ্ধন পূজিত হইয়া গোপ-গোপী ও গো রক্ষা করেন। যিনি পূর্ণব্রহ্মের আতপত্র, (আতপ অর্থে রৌদ্র; আতপত্র অর্থে যাহা রৌদ্র হতে রক্ষা করে অর্থাৎ ছায়া সুশীতল) তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ তীর্থ আর কি থাকিতে পারে? ভগবান ভুবনেশ্বর ইন্দ্র-যাগের অবজ্ঞা করিয়া নিজজন সহ যাঁহার পূজা করিয়াছেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি গোলকপতি পরিপূর্ণতম ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং যেস্থানে অবস্থিত থাকিয়া সর্বদা সখাগণসহ ক্রীড়া করেন, তাঁহার মাহাত্ম্য কথা স্বয়ং ব্রহ্মাও চতুর্মুখে কীর্তন করিতে সমর্থ নহেন। গোবর্দ্ধন পর্বতে পাপবিনাশিনী মানসী গঙ্গা ও বিশেষ গোবিন্দকুণ্ড, শুভদ চন্দ্র সরোবর, রাধাকুণ্ড, কৃষ্ণকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, গোপালকুণ্ড এবং কুসুমাকর কুণ্ড অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের মুকুট স্পর্শে এই শৈলের শিলা মৌলি চিহ্নিত হইয়াছে; ঐ শিলা দর্শনে মানব দেবতার মুকুটতুল্য হয়। যে সব শিলায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অনেক চিত্র লিখিত হইয়াছে, আজও ঐ সমস্ত পবিত্র বিচিত্র শিলা 'চিত্রশিলা' নামে প্রসিদ্ধ। যে শিলা বাজাইয়া কৃষ্ণ বালকগণসহ ক্রীড়ারত হইতেন সেই সেই মহাপাপনাশিনী শিলা 'বাদনীশিলা' নামে বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ গোপালগণ সহ যেস্থানে কন্দুক (বল) ক্রীড়া করিয়াছিলেন তাহা 'কন্দুকক্ষেত্র' নামে আখ্যাত। এই ক্ষেত্রের দর্শনে ইন্দ্রপদ ও প্রণাম করিলে ব্রহ্মপদ লাভ হয়; আর তাহার ধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইলে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠলোক লাভ হইয়া থাকে। কৃষ্ণ এই স্থলে গোপগণের উষ্ণীষ অপহরণ করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধনের মহাপাপহর ঐ স্থান 'ঔষ্ণীষতীর্থ' নামে কীর্ত্তিত হয়।

একদা গোপবধূগণ দধি বিক্রয়ার্থ ঐ পথ দিয়া যাইতে ছিলেন। এমন সময় মদনমোহন কৃষ্ণ দূর হইতে তাঁহাদের নূপুরের নিক্কণ ধ্বনি শুনিয়া পথ অবরুদ্ধ করেন। গোপগণ সহ বেত্র হস্তে অবস্থিত বংশীধর কৃষ্ণ তাঁহাদের সম্মুখে নিজ পাদ প্রসারিত করিয়া পথ অবরোধ করত বলিলেন — ''আমাকে করার্থ ধনদান কর, তবে পথ ছাড়িব।'' পথিমধ্যে এইরূপ বলিলে গোপীগণ বলিলেন — ''তুমি মহা কুটিল ও অত্যন্ত দুগ্ধলুব্ধ হইয়া গোপবালকগণ সহ পথ মধ্যে দাঁড়াইয়া আছ, আমরা তোমার পিতা-মাতার সহিত তোমাকে বলবান ভীষণ কংস দ্বারা আবদ্ধ করাইব।'' গোপীগণ কৃষ্ণকে কংসের ভয় দেখাইলে কৃষ্ণ তখন নির্ভীক ভাবে সহজেই বলিলেন — ''আমি গোগণের শপথ করিয়া বলিতেছি যে উগ্রদণ্ডধারী কংসকে সবংশে বিনাশ করিব আর তোমাদিগকেও যদুপুরে লইয়া যাইব আর তথায়ও তোমাদের প্রতি এইরূপ আচরণ করিব।'' নন্দনন্দন কৃষ্ণ তখন এইরূপ বলিলে পরে বালকগণ প্রত্যেকেই নির্ভয়ে দধিভাণ্ড গ্রহণ করিয়া সানন্দে ভূতলে পাতিত করিল। ইহা দেখিয়া গোপীগণ কহিলেন, ''অহো! এই নন্দনন্দন অত্যন্ত ধূর্ত, নির্ভয়, নিরঙ্কুশ ভাষণশীল, স্বগৃহে নিরীহ ও বনে বলবান। আমরা আজই নন্দ-যশোদাকে একথা বলিয়া দিব।'' গোপীগণ এইরূপ বলিতে বলিতে সহাস্য বদনে স্বগৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ কদম্ব ও পলাশপত্রের দ্রোণী প্রস্তুত করিয়া বালকগণ সহ সেই সকল পিচ্ছিল দধি ভক্ষণ করিলেন। তদবধি তত্রত্য তরুসমূহের পত্র দ্রোণাকার হইয়া গেল এবং সেই মহাপুণ্য ক্ষেত্র 'দ্রোণ' নামে অভিহিত হইল।

যে স্থানে কৃষ্ণ বালকগণ সহ নেত্র আচ্ছাদন করিয়া লীন হইয়াছিলেন, তথায় পাপনাশন 'লৌকিক' নামক তীর্থের উদ্ভব হইয়াছে। কদম্বখণ্ড তীর্থ হরির সর্বদা লীলাযুক্ত। তাহার দর্শন মাত্র নর নারায়ণ হয়। এমনই প্রবাদ আছে। যে স্থানে কৃষ্ণ-রাধার সহিত রাসে শৃঙ্গার করিয়াছিলেন গোবর্দ্ধন গিরির সেই স্থান 'শৃঙ্গারমণ্ডল' নামে খ্যাত। যেরূপে কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শৃঙ্গার মণ্ডলে সেইরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। যিনি গোবর্দ্ধন গিরিতে সর্বদা লীলা করেন, সুধীগণ সেই শ্রীনাথকে 'দেব দমন' নামে অভিহিত করেন। ভারতের চারি দিশায় পর্বতে জগন্নাথ, রঙ্গনাথ, দ্বারকানাথ ও বদ্রীনাথ নামে ভগবান বিদ্যমান এবং পূর্বোক্ত শ্রীনাথ গোবর্দ্ধনের মধ্যে অবস্থিত। পবিত্র ভারতবর্ষে এই সুরেশ্বর পঞ্চনাথ শ্রেষ্ঠ ধর্মমণ্ডলের স্তম্ভ স্বরূপ ও আর্তজনের ত্রাণ পরায়ণ।

(গর্গসংহিতা হইতে সংগৃহীত)

—মাতৃচরণাশ্রিতা ব্রহ্মচারিণী কেয়া